জনাব কামরান মির্জার প্রত্যুত্তরে

মির্জা সাহেবকে ধন্যবাদ আমার লেখার উপর মন্তব্য করার জন্য। তবে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আপনি আমার ১০ পেজের লেখাটি ঠিক মত না পড়েই, কি বুঝাতে চেয়েছি না বুঝেই, তারাহুরা করে ৮ পেজের এক উত্তর লিখে অযথাই সময় নস্ট করেছেন। আপনি ভাসমান কচুরিপানার উপর দিয়ে এক ভোঁ-দৌড় দেওয়ার বৃথা চেস্টা করেছেন মাত্র! একজন বিজ্ঞজন হিসাবে এ চেস্টা না করলেও পারতেন।

যাহোক, আপনি বলেছেন আমার লেখা পড়েন। এর পরও আমার সন্বন্ধে এতসব সিলি কথাবাত্রা লিখতে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিৎ ছিল বৈ কি। অযথাই কারো গায়ে হাফ/আদা/কোয়ার্টার/ফুল এসব ‘স্টিকার’ সেঁটে দেবেন না। তবে সমষ্টিগত কোন কমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা হতে পারে। সরাসরি নাম ধরে অ্যাড্রেস করলেই বরং খুশী হব। আমার জন্য অন্ততঃ কোন রকম ‘প্রিফিক্স স্টিকারের’ দরকার নেই। আমি এইসব খুবই অপছন্দ করি।

আমার লেখাতে স্পস্ট করেই বলেছি ‘আমার সাথে অনেকেই হয়ত এক-মত হবেন না, তবে কোন রকম ভুল-ভ্রান্তি থাকলে শুধরে দিলে বাধিত হব’। এর পরও আপনি আমাকে মিথ্যা বাদি বলেছেন। আপনি ‘ভুল’ এবং ‘মিথ্যার’ মধ্যে পার্থক্য বুঝেন না সেটা বলি কি করে। মিথ্যা বলার জন্য মির্জা সাহেব আমার পকেটে ১০ টা টাকা গুঁজিয়ে দেবেন না। লিখতে যেয়ে ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে। একজন বিজ্ঞজন হিসাবে আপনার উচিৎ ছিল সংক্ষেপে টু দ্য পয়েন্টে ভুলগুলি ধরিয়ে দেওয়া। আমি সহজেই সেটা মেনে নিতাম। আপনি কিন্তু সেটা করেন নি।

কান্ড, ডাল-পালা, লতা-পাতা-কুঁড়ি দিয়ে ভারি সুন্দর এক বটগাছ সাজিয়েছেন! আপনাকে বলে আর কি লাভ। প্রকৃতপক্ষে এ গাছ সাজানো হয়েছে অনেক আগেই। মানুষ শুধু এখন ডাল-পালা, লতা-পাতা-কুঁড়ি ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। জীবনে কখনও শুনেছেন কি যে, দীর্ঘ্য প্রায় ৩০০ বছর ধরে একটি গাছ শুধু কান্ড নিয়ে ছিল তার পর হঠাৎ করে ৩০০ বছর পরে এসে ডাল-পালা, লতা-পাতা-কুঁড়ি গজানো শুরু করল? তাছারা, ডাল-পালা বিহীন গাছ কল্পনা করতেই পারছেন না? প্রকৃতিতে এমন গাছ কিন্তু বিরল নয়। তাল গাছের নাম শুনেছেন কি? এরকম আরো কিছু গাছ আছে যেগুলোর নাম এই মুহুর্তে মনে করতে পারছিনা। তাল গাছের কান্ডে ৩০০ বছর পর আর্টিফিসিয়ালি কিছু ডাল-পালা, লতা-পাতা-কুঁড়ি গুঁজিয়ে দিয়ে মানুষ এখন সেই ডাল-পালা-লতা-পাতা-কুঁড়ি ধরেই বেশী ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আল্লাহ/মুহাম্মদ/কোরানের সমালোচনা/আলোচনা করতে হলে শুধু কান্ডটি ধরেই ঝাঁকুনি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি। ডাল-পালা-লতা-পাতা-কুঁড়ির দায়িত্ব মূলতঃ বর্তাবে বোখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, ইব্‌নে ইস্‌হাক, প্রমুখদের উপর। আমি কিন্তু বলি নাই যে ডাল-পালা কেটে দিলেই ইসলাম একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে যাবে। বরং আমার প্রশ্ন ডাল-পালার উৎপত্তি নিয়ে। বোঝার চেস্টা করুন। আর ডাল-পালার চেয়ে কান্ডতে যদি বেশী জঘন্য খারাপ কথা থেকেই থাকে সেটা তো আমি অস্বীকার করছি না। তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে মানুষ ডাল-পালা নিয়েই বেশী টানা-হেঁচড়া করছে কেন সেটাও একটা প্রশ্ন।

মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুর ৩০০ বছর পর নিশ্চয় মানুষ তাঁর গায়ে ডাল-পালা-লতা-পাতা-কুঁড়ি লাগিয়ে দেয়নি? মহাত্মা গান্ধি নিজে যা লিখে গেছেন (কান্ড) তার’ই কিছু কিছু মানুষ ফলো করছে। তাছারা, গান্ধি, ঈশা, মুসা, বুদ্ধা, মুহাম্মদ, কার্ল মাক্স, লেনিন’দের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক ছিলনা। সবকিছু গুলিয়ে ফেলে শুধু শুধু পানি ঘোলা করলে কিভাবে হবে।

হাঁ, আমার পয়েন্টগুলো একদমই ধরতে চেষ্টা করেন নি। যেমন ধরুন, আমি কোন কালেই বলিনি যে মুহাম্মদ (দঃ) অন্যান্য গ্রন্থ থেকে 'থিম' নিয়ে বা মানুষ থেকে কোন ঘটনা শুনে সেটা নিজের মতো সুন্দর করে লিখতে পারেন না। শুধু কচুরিপানার উপর লম্প-ঝম্প না মেরে আমার প্রশ্নটি কি ছিল সেটা আগে বুঝার চেস্টা করুন, প্লিজ। আলী সিনার লেখা থেকে আমি ১৮ টি "Bizarre Characteristics" নোট করেছি। এই সবগুলো "Bizarre Characteristics" আপনার নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তারপর নিজেকে কল্পনা করুন - মানুষ থাকেন কি না! একদম বদ্ধ-পাগল, ছাগল, উন্মাদ সন্বলিত একটি অতি ভয়ঙ্কর দৈত্য আকৃতির প্রাণী ছারা নিজেকে অন্য কিছু কল্পনা করতে পারেন কি না দেখুন। এ অবস্থায় বড় কোন গ্রন্থ তো দূরের কথা নিদেন পক্ষে ছোট-খাট একটি কাব্যগ্রন্থ লিখুন। এটাই ছিল আলী সিনার প্রতি আমার প্রশ্ন, মির্জা সাহেব।

শুনুন, মুক্তমনা, সদালাপ, ভিন্নমত, FFI, NFB, ISIS সহ অনেক ওয়েব সাইট থেকে ধর্ম রিলেটেড এমন কোন আর্টিকল নেই যেটা পড়িনি। অনেক লেখা একাধিকবারও পড়েছি। জনাব আবুল কাশেমের সেই লেখা তখনই পড়া হয়ে গেছে। আমি কাশেম সাহেবের এফোর্টকে কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছিনা। সমস্যা কিন্তু আমার মধ্যে না, থাকলে আপনার মধ্যেই থাকতে পারে। আপনি হয়তো বুঝতেই চাচ্ছেন না আমি আলী সিনাকে প্রকৃতপক্ষে কি প্রশ্ন করেছি। আমার প্রশ্নকে আলী সিনা অবান্তর বলে পাত্তা দেয় নি সেটা কি করে বুঝলেন? ওনি আসলে সবগুলো মেইলের রিপ্লায় দিয়েছেন কিন্তু আমার প্রশ্নের ব্যাপারে এড়িয়ে গেছেন বা মিউট ছিলেন। আপনাকে এক্ষুনি যে প্রপোজালটা দিলাম সেটা কি অবান্তর মনে হচ্ছে? ভেবে দেখুন না একবার!

আমি বাইবেল বা অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের সমালোচনা করিনি। ভুল বুঝবেন না। আপনি আমার আগের লেখাটি (http://www.shodalap.com/R_muslim.pdf) পড়লেই বুঝতে পারতেন আমি বাইবেলের উদাহরণ দিয়ে **প্রকৃতপক্ষে** কি বুঝাতে চেয়েছি। আমি সেই লেখাতে স্পষ্ট করেই বলেছিঃ

> যে ভার্সের উপর ভিত্তি করে অতীতে কয়েক মিলিয়ন ডাইনীকে হত্যা করা হয়েছে সেই একই ভার্স এখনও বাইবেলে থাকা সত্ত্বেও বিগত কয়েকশ বছরে আর একটি মাত্র ডাইনীকেও হত্যার কথা শোনা যায়নি। কেন? একই ভার্স তো বাইবেলে রয়ে গেছে? **এ ক্রেডিট তাহলে কার? অবশ্যই খ্রীষ্টানদের মন-মানসিকতার পরিবর্তনকে এ ক্রেডিট দিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং মন-মানসিকতাই বড় জিনিস যেটা একটি গ্রন্থের কিছু স্লকের উপর নির্ভরশীল নয়।** খ্রীষ্টানরা এখনও রয়ে গেছে, চার্চ এর জায়গাতে চার্চ আছে, বিশপ-পোপ সবই রয়ে গেছে, মাঝখানে থেকে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। শুধু কি তাই, এই খ্রীষ্টান চার্চ একসময় কিছু বিজ্ঞানী/ফ্রি-থিংকারদের উপর যে অত্যাচার/নির্যাতন/হত্যাকান্ড চালিয়েছে সে কথা কি ভুলার মতো! অথচ, সেই সবের নাম গন্ধও আর নেই। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও কিছুটা সত্য, বিশেষ করে 'সতি দাহ' প্রথার মতো একটি চরম অমানবিক প্রথার প্রায় অবলুপ্তি। এটাকেই সম্ভবত সংস্কার বলা হয়ে থাকে, মানসিক চিন্তা-ভাবনার সংস্কার। ঠিক একইভাবে কোরান-হাদিসে 'ভায়োলেন্স/হেইটফুল' ভার্স থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলিমই কিন্তু মনে করে এগুলি আর এ্যাপ্লিকেবল নয়। অনুরূপভাবে, 'বউ পেটানোর' কথা কোরানে লিখা থাকলেও সবাই কিন্তু সেই রকম পর্যায়েও বউ পেটাচ্ছেনা এবং তারা মনেও করে না যে এই ভার্সটা এ্যাপ্লাই করার কোন দরকার আছে। তবে মুসলিমদের আরো অ-নে-ক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আপনি লিখেছেনঃ "*আমাদের মত কিছু এপোস্টেট এর ক্রমাগত ডেইজি কাটারের বাড়ির ভয়ে রায়হান/বাসার সাহেবদের মত কিছু ইসলাম দরদী মানুষ ইসলামকে বাঁচাতে গাছটির ডাল-পালা কেটে আসল ইসলামকে বাঁচাতে চাচ্ছেন*"।

হা হা, চমৎকার বলেছেন মির্জা সাহেব! কিন্তু কিসের ভয় তা কিন্তু পরিস্কার হল না। আপনি কি বুশের ডেইজি কাটারের কথা বলছেন? ওয়েল, আমি কিন্তু আমেরিকা, মিডল ইষ্ট, বা তার আশে-পাশেও থাকি না। ব্যাপারটা একটু উলটোভাবে যদি বলি, যেহেতু আপনি আমেরিকাতেই

থাকেন, আপনি ৯-১১ এর পর বুশের ডেইজি কাটারের ভয়ে ইসলাম নিয়ে লিখা শুরু করেছেন☺ সেটাই কি বেশী যুক্তিসঙ্গত নয়? সেই ছোট বেলা .... তারপর ১৯৭১ সাল থেকে লিখতে চাইছেন কিন্তু মূলতঃ শুরু করলেন এসে ২০০১ এর ৯-১১ এর পর! যদিও আমি এমন কথা বলতে চাইনি কিন্তু আপনি বাধ্য করলেন বলতে। লজ্জা পেয়ে থাকলে দুঃখিত!

আমার গত দুটি আর্টিকল পড়ার পর আপনি এমন মন্তব্য করছেন কি না কে জানেঃ '*পৃথিবীর কোন ধর্মই আক্ষরিকভাবে পরিবর্তন হয়নি, ধর্মকে কেহ এডিট করতে পারে না, কারণ এডিট করলে তাহা আর ধর্মীয় কিতাব থাকে না*'। এটাই আমার 'একটি বড়' পয়েন্ট ছিল আগের লেখাটিতে। আমি কিছুটা চ্যালেঞ্জ করেই বলেছিলাম এই কথাটিই।

আপনি 'বিষ-দাঁত' বলতে যে 'মিথ' বোঝেন তা তো জানতাম না! আমি তো জানি প্রতিটি ধর্মেই কম-বেশী 'মিথ' আছে। আর 'বিষ-দাঁত' বলতে বুঝি ধর্মের খারাপ দিকগুলি, যেমনঃ ধর্মত্যাগীদের হত্যা, ধর্মের নামে হত্যা-জোর-জবরদস্তি, ধর্মকে পলিটিসাইজ করা ইত্তাদি। যেগুলোকে আমি ষ্ট্রংলি প্রটেস্ট করি প্রতিটি লেখাতে। আপনি কি 'বিষ-দাঁত' বলতে 'ধর্ম-গ্রন্থগুলি গডের কথা-বাত্রা' - এই বিশ্বাসকে বুঝাচ্ছেন? ওয়েল, এমনকি খ্রীষ্টানরা পর্যন্ত এখনও বিশ্বাস করে 'বাইবেল গডের কথা', 'যীশু খ্রীষ্ট গডের পুত্র-সন্তান', আরো কত কি! খ্রীষ্টানদের 'বিষ দাঁত' তাহলে ধ্বংস হল কি ভাবে? আর বাইবেলে যে এখনও মানুষ হত্যার কথা স্পষ্ট করেই লিখা আছে সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। 'বিষ-দাঁত' ভাংগা বলতে আমি আসলে কি বুঝি সেটার জন্য আপনি আমার আগের লেখাটি পড়ে নিতে পারেন। আপনি মনে হচ্ছে সবকুছ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আপনার এক কমেন্ট কিন্তু আলী সিনার সাথে ভীষণভাবে কন্ট্রাডিক্ট করছে (ইরাডিকেশন?) - আলী সীনাকে আপনিও কিছুটা আঁচর দিলেন কি না কে জানে ☺। যাহোক, পৃথিবীতে কোন ধর্ম না থাকলে আমিই মনে হয় সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম। আলী সিনার লেটেস্ট কমেন্ট হইলো '*অন্যান্য ধর্মের লোকজন আলী সিনার কাছে টেস্টিমোনিয়াল পাঠিয়ে বলছে যে তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে! পাশাপাসি তারা এও বলছে যে ওমুক ধর্ম-গ্রন্থ তমুক ধর্ম-গ্রন্থ পড়ে খুব ভালো লেগেছে!*' এবার বুঝুন, ঠ্যালা কারে কয়!

আপনার বাকি পয়েন্টগুলো নিয়ে তেমন কিছু বলতে পারছি না কারণ আপনি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোন ভার্সের রেফারেনস্ দেন নি। তবে অনুরোধ করব নীচের পয়েন্টগুলো কোরান থেকে সরাসরি ভার্স নাম্বার দিয়ে দেখাতেঃ

1. **FIVE**-times prayer and it's **rules and regulations**, the way people follow.
2. Fasting from **late-night-to-evening**, **without eating**.
3. Temporal **Death Penalty** for the apostates.
4. **Stonning to Death** for the adulterer.

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com